জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 6th Aug. 1952 { ১২শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

চাষের মালিক যারা, তারা গ্রাসের মালিক নয়!

—০—

এতদিনে সুবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় চাষার মুখে গান বেরিয়েছে। যে ধান আগে রোপণ করিয়াছে, তাতে এক রকম পোকা লাগিয়া, আবাদী জমির ক্ষতি হইয়াছে, তবুও যে সব জমিতে চাষ করিয়া বৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছিল, আজ বৃষ্টি হওয়ায় তাতে আঁটি আঁটি চারা ধান গাছ রাখিয়া সারি সারি রোপণ করিতেছে আর গান গাহিতেছে। পাশের জমিতে এক বৃদ্ধ কৃষক কাজ করিতেছিল। বেলা প্রায় ১টার সময় যখন সকলে নিজের নিজের পোঁটলা খুলিয়া খাবার খাইতে লাগিল, তখন বৃদ্ধও তাহার কাঁসার বাটিতে বাঁধা ছাতু ভিজাইয়া খাইতে খাইতে অন্যান্য যুবক কৃষকগণের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে"। আপৎ কাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই হিতোপদেশের শ্লোক না জানিলেও সকল কৃষকই তাহার কথা মন দিয়া শুনিতেছিল। বৃদ্ধ বলিল ধানে পোকা লেগে ধান নষ্ট হবে, এতে আপশোস করবার কিছুই নাই। ধান ঘরে তুলেও পোকার হাতে নিস্তার পাবার উপায় নাই। ঘরের ধানের পোকা ঐ ধানধরা জুলমীরা। এক যুবক চাষা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—মোড়ল জেঠা, আমরা যাকে ভোট দিয়ে বাহাল করে দিলাম, সেও তো কংগ্রেস, তাকে সবাই মেলে ধরলে সে লাট সাহেবকে বলে ধান ধরা ঘুচাতে পারবে না? দেখ্ আমি দেখিনি তবে ভাল ভদ্দর লোকের কাছে শুনেছি—বিধান ডাক্তোর খুব বড় ডাক্তোর, মরা ভাল করতে পারতো, এখন বাঙলা দেশের পেদ্ধান মন্ত্রী সেই হলেন এ কাজের মুল গায়েন, এরা সব দোহার, সে যা বলবেন, এদের তাই বলতে হবে। এর দলই হ'লো কংগ্রেস দল। এই দলে লোক বেশী আর এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ারা দলে কম কাজেই, এই দলে যা বলে তাই হয়। আমরা যাকে ভোট দিয়েছি সে তো 'ইলিমে' খুব বিদ্বান্ নয়, দোহারী করে। মূল গায়েন যা বলে, শুনুক আর নাই শুনুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাই গাইতেই হবে। আমরা যখন যোয়ান্তি বয়সের একবার গণেশ পূজায় জমিদার বাড়ীতে কবিওয়ালারা গণেশের বন্দনা গাইছে। মূল গায়েন ধরলে—

'পতিতে তারিবে কিহে,
পার্ব্বতী-সুত লম্বোদর।'

গাধা দোহার ধরলো—

'পঁচিশে তারিখে বিয়ে,
পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর্।'

তা হ'লে কি হয়? দলে ভারী যারা জিতবে তারাই। যাকে ভোট দিয়ে আমরা গদীতে বসালাম তাকে উল্টা ভোট দিয়ে নামাতে আমরা পারি না জেঠা!

ওরে বাবা! আমরা দুর্গা পিতিমে গড়াবার খড় বিচালী, মাটি, যোগাড় করে দিই, ছুতোর কাঠামো গড়ে, কুমোর পিতিমে গড়ে, রঙ বর্ণক দেয়, মালাকর সাজ করে দেয়। যখন পিতিমে বেদীতে উঠে, পুরুত ঠাকুর অং বং হং সং বলে মন্তর পড়ে, আমরা কেউ সে ঘরে উঠতে পাই না, আবার তার সামনে গড় করে বলি—মা! আমার খোকাকে সুখে রাখো মা! বলিস্ না বাবা, আমাদের হাতে গড়া দুস্মন এরা! এদের কার ভিতরে কি গুণ আছে তা দেশের লোকে অনেকে জানে। সে সব শুন্লে ঘেন্না লাগে। এদের দেখলে আমাদের গাঁয়ের বোদে মাতালের গান মনে পড়ে। বোদে মদ খেয়ে দুর্গার সামনে গাইতো—

মাগো! কে জানে তোমার ফন্দী।
(তবু) ভক্তিতে না হোক, ভয়ে ভয়ে
তোমার শ্রীচরণ দুটি বন্দি'।
তুঁষ পাট দিয়ে সানিলাম মাটি,
তাহাতে গড়ালাম দেবী ভগবতী,
তোমার চরণ কমলে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
(কিন্তু) ভিতরে খড়ের বুন্দী (বুঁদি)

মোড়ল জেঠা! তোমরা যখন গরু চরাতে আর স্বদেশী গান গাইতে, সেই গান একটি গাও মোড়ল জেঠা, তোমাকে একটা সিগ্রেট দিছি।

—স্বদেশী আমলে দিব্যি খেয়েছি, ও জিনিস খাবো না। তখন ও জিনিস ছিল হিন্দু মুসলমানের হারাম। এখন কংগ্রেসের বাবুদের ও না হলে হয় না। যেতে দে বাবা। বামুন পিসিমা ঠাকরুণ বলে—

পুরাণো 'বিষ্ঠা' হলো মাটি
পুরাণো বেশ্যা হলো সতী।

—জেঠা গাও জেঠা, তোমার ধান আমরা রুয়ে দিব।

—ওই গানটা গাই যাতে আছে—"চাষের মালিক তোরা কেবল গ্রাসের মালিক নয়।"

মোড়ল জেঠা গান ধরলো—

স্বদেশ, স্বদেশ বলিস্ কারে
এদেশ তোদের নয়!
এই যমুনা, গঙ্গা নদী,
এ সব তোদের হতো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়!
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল গ্রাসের মালিকনয়!
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী,
এই যে প্যালেস্ এই যে বাড়ী,
এই যে থানা, জেহালখানা, এই বিচারালয়!
লাট, বড় লাট তারাই সবে,
জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, তারাই হবে।
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়!
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে,
এমন ধারা পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর, শাড়ী কেড়ে লয়!
নপুংসকের গুষ্টি তোরা,
জন্ম অন্ধ, কানা খোঁড়া,
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়!
ডমন, ডিউ, পর্ত্তুগীজ গোয়া,
চুনি, পান্না সোনার মোয়া,
নাইকো তাদের ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয়!
বারণাবত, ইন্দ্রপ্রস্থ,
কৈ তোমাদের সে:সমস্ত,
দিল্লী হ'য়ে "ডেল্হি" হলো, আরও বা কি হয়!
অযোধ্যা কৈ? 'আউধ' সে যে!
দাক্ষিণাত্য 'ডেকান' সেজে
'সিলোনে' গিলেছে লঙ্কা মুক্তা মণিময়!

রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের মত সরকারী আমলা-গ্রাসমুক্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র

(শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ার পর নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় এতদিন অসুস্থতার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কয়েক দিন হইল চিকিৎসক সমভিব্যাহারে কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত হইয়া যথারীতি শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সত্বর রোগমুক্ত হইয়া, সরকার যে মহানগরীকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার আশা দিয়া "দদ্রু নিরাময় করিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত" করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করুন। এই মহানগরীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ইহার বাহ্যাভ্যন্তর সবই যেন আবিলতায় পূর্ণ হইয়া আছে। এই নগরীর ভার লইয়া ইহাকে কলুষমুক্ত করা আর নিমজ্জমান সহস্রছিদ্রযুক্ত জাহাজের কাপ্তেন হইয়া তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে তীরে লাগান একই কথা। এখন কলিকাতার নাগরিকগণের অদৃষ্ট এবং চন্দ্র মহাশয়ের হাত যশ।

আজ মনে পড়ে সেই দিনের কথা—১৯২৪ খৃঃ অব্দে যেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হন, তাহার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় এস্‌প্লানেড হইতে আমি "বিদূষক" ফেরি করিয়া নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের নির্দ্দেশমত দৈনন্দিন ক্লান্তি নিবারণ জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—দেশবন্ধু এবং আরও অনেকে বসিয়া আছেন। নির্ম্মল বাবু বলিলেন—শুনেছেন নিশ্চয়, দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হলেন। বলিলাম—শুনেছি। দেশবন্ধু একটু হাসিয়া—"শুনেছি" বলেই যে শেষ করলেন? আপনার বিদূষকী ভাষায় কিছু বলুন, এতগুলি লোক আপনার কথা শুন্‌বার জন্য আশা করছেন। আমার আঁচলে বাঁধা ছিল বিদূষক বেচা আন্দাজ তিন টাকার খুচরো পয়সা, তাই দেখিয়ে বললাম—দুপুর হ'তে ভাঁড়ামি ক'রে এই রোজগার। আবার ভাঁড়ামি সুরু করি—Mayor বানান দেখেই হতাশ হয়েছি—"May or" টুকু স্পষ্ট বলা হয়েছে, "May not" বোধ হয় উহ্য আছে। আমরা মফঃস্বলের লোক কল্‌কাতা এসে এমন ধাঁধায় পড়ি—যেমন মুর্গীহাটায় মুর্গী কিন্‌তে গিয়ে, লালবাজারে বাজার করতে গিয়ে, ধর্ম্মতলায় ধর্ম্মকর্ম্ম করতে গিয়ে বেকুব হই। দেশবন্ধু নগরাধ্যক্ষ হলেন, এসব দুর্গতি আমাদের ঘুচবে মনে হলো, কিন্তু Mayor (মেয়র) বানান দেখেই আশা ছেড়েছি। তাই "শুনেছি" বলেই শেষ করেছিলাম। দেশবন্ধু খুব হেসে বল্‌লেন—আপনার বিদূষকের মারফৎ কোথা কোথা অসুবিধা ভোগ করেন, তা কবিতায় লিখুন, প্রতিকার করার চেষ্টা করবো। পর সংখ্যা বিদূষকে "কলকাতার ভুল" দেখে দেশবন্ধু খুব আনন্দিত হলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র পদ লাভের মত তাঁহার স্বরাজ্য পার্টির প্রাণস্বরূপ নিস্বার্থ ত্যাগী যোধ নির্ম্মলচন্দ্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাহুগ্রাসমুক্ত নগরীর প্রথম মেয়র পদ লাভ খুব শোভন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন দেশবন্ধুর নিকট রঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থায় দেশবন্ধুর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ত্যাগী দানবীর নির্ম্মলচন্দ্রের নিকট ভীতির সহিত তাহা বলিতে হইতেছে। তবুও কামনা—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

জঙ্গিপুর মহকুমার

খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক মহাশয়ের আদেশানুযায়ী ৪।৮।৫২ হইতে ১৭।৮।৫২ তারিখ পর্য্যন্ত এক পক্ষ কালের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত ইউনিয়ন ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ড-হোল্ডারগণ এবং ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব্বশ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ড-হোল্ডারগণের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা নিম্নহারে অর্থাৎ চাউল, গম ও আটা প্রতি সের ।৵০ (ছয় আনা) দরে স্ব স্ব এলাকার রেশন দোকানদার মারফৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির 'গ' শ্রেণীর রেশন কার্ড-হোল্ডারগণের জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডের রেশন দোকানদারের নিকট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অর্থাৎ প্রতি সের চাউল ।৶০, প্রতি সের গম ।৶১৫ এবং প্রতি সের আটা ॥১০ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাইকারী দোকানদারের গুদাম হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রাপ্তব্য খুচরা বিক্রেতার দোকান ৫ মাইল বা তদূর্দ্ধে অবস্থিত হইলে রেশন কার্ড-হোল্ডারগণকে উপরোক্ত দ্রব্যগুলির জন্য প্রতি সেরে ৫ (এক পয়সা) করিয়া বেশী দর দিতে হইবে।

সাপ্তাহিক রেশন বরাদ্দ

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু আটা বা গম—/১।০ সওয়া সের

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু চাউল—/৸০ বার ছটাক

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু আটা বা গম—/॥০ আট ছটাক

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু চাউল—/॥০ আট ছটাক

মহকুমা প্রচার আধিকারিক, জঙ্গিপুর ৪।৮।৫২

বনমহোৎসব

গত ২৩শে জুলাই সাগরদীঘি থানায় থানা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও এ, জি, হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ৩য় বার্ষিকী বনমহোৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। জিলা শাসক, পুলিস সুপার, সিভিল সার্জন এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মহোদয়গণের উপস্থিতিতে ও সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ইউঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটী সভায় মিলিত হইয়া বৃক্ষের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। বৃক্ষরোপণমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রত্যেক স্থানেই কয়েকটী বৃক্ষের চারা বিশেষ সমারোহে রোপণের পর জাফ্রি দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

এই উৎসবের দ্বারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং আশা করা যায় এই রাঢ় অঞ্চলে বৃক্ষের আবশ্যকতা যে কত অধিক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জনসাধারণ ভবিষ্যৎ বৃক্ষ-রোপণ অনুশীলনে অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে জাতীয় অরণ্য সম্পদ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইবে।

মহকুমা প্রচার আধিকারিক, জঙ্গিপুর।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৫৫ খাং ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং হরেন্দ্র চৌধুরী দিং দাবি ৩৭৸৶৬ থানা সুতী মৌজে কালীনগর ৫১ শতকের কাত ৩৷৵১০ আঃ ১৫৲ খং ২০৪

২৯৫ খাং ডিঃ রাধারাণী দাসী দেং যদুনন্দন দাস দিং দাবি ৭৯৷৶৬ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল দিং ১৮-৮৮ শতকের কাত ২৭৲ আঃ ৩০৲ মৌজে ফরিদপুর খং ১২, মৌজে কদমতলা খং ১৮, মৌজে নেজামপুর খং ১৫, মৌজে একাটিয়া খং ৫২, মৌজে মহেশাইল খং ৩৪৩

৫২ খাং ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেং নির্ম্মলচন্দ্র দাস দিং দাবি ৫৯৷৩ থানা সুতী মৌজে কয়াডাঙ্গা ৬২ শতকের কাত ৩৷৷০ আঃ ১০৲ খং ৫৮

৩১৭ খাং ডিঃ বিদগ্ধগোপাল দাস দেং অভয়াসুন্দরী দাসী মৃতান্তে ওয়ারিশ সত্যনারায়ণ সাহা নাং দিং পক্ষে অলি পিতা বৈদ্যনাথ সাহা দাবি ১৬৲৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকরী ১৩ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ৪৲ খং ২০৯

৩১৮ খাং ডিঃ ঐ দেং অতুলকৃষ্ণ সরকার দিং দাবি ১২৷৷৶৩ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১ শতকের কাত ১৲ আঃ ৪৲ খং ৪৬৫

৩৫৫ খাং ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দেং হাজি সাহালাম সেখ দিং দাবি ১৫২৷৵৩ থানা সুতী মৌজে হারোয়া ১১-৫৯ শতকের কাত ২৭৸৵০ আঃ ১০০৲ খং ৪৯৯

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত